মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক এ্যাডঃ শফিকুল আলম জামিনে মুক্তি

সন্ত্রাস বিরোধী আইনে র্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২)’র অভিযানে গ্রেফতারের একদিন পরেই জামিনে মুক্তি পেলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম।

আজ বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) বিকালে মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের বিচারক মো মনজুল ইমামের আদালতে জামিনের আবেদন করলে তিনি জামিন দেন।

মেহেরপুর জজকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, খন্দকার আব্দুল মতিনসহ কয়েক ডজ্জন আইনজীবী সিনিয়র আইনজীবি জামিনের আবেদন করেন।

তবে, একই মামলায় পৃথকভাবে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদ্য সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেকের পক্ষে জামিনের আবেদন করলেও তিনি জামিন পাননি ।

অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী বলেন, মেহেরপুর জজকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলমের পক্ষে জেলা জজ আদালতে জামিনের আবেদন করলে জেলা জজকোর্টের বিচারক মো মনজুল ইমাম এ্যাডঃ শফিকুল আলমের জামিন মঞ্জুর করেন।

এদিক জামিনের পর অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম বলেন, আমি সাংবাদিকদের কাছে কৃতজ্ঞ। সাংবাদিকরা আমার ব্যাপারে সবাই পজেটিভ সংবাদ পরিবেশন করেছে। তিনি আরও বলেন, আমাকে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করার উদ্দেশ্য আটক করা হয়েছে।

এর আগে গত বুধবার (৩০ অক্টোবর) রাতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ খালেক এবং যুগ্ম সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট শফিকুল আলমকে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ গাংনী ক্যাম্প পৃথক অভিযান

চালিয়ে আটক করেন।

তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী ২০১৩) ধারা ৬(২)/১০/১১/১২/১৩ মূলে দায়ের করা মামলা যার নম্বর -১১, তারিখ ১৯/০৮/২৪ গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

কোটচাঁদপুর বিএনপির ১০ নেতা- কর্মী জামিনে মুক্তি

পেট্রোল বোমা ও ককটেল উদ্ধার মামলায় আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন কোটচাঁদপুর পৌর কাউন্সিলর,ইউপি সদস্যসহ বিএনপির ১০ নেতা- কর্মী। বুধবার সকালে জেল থেকে বাড়ি ফিরেছেন তারা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, গেল ৭ ডিসেম্বর রাতে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির অফিসের পিছন থেকে ৫ টি ককটেল ও ৩ টি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করেন স্থানীয় থানা পুলিশ।

ওই ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় মামলা হয় । যার নাম্বার- ৩,তারিখ- ৭-১২-২২। এরপর থেকে স্থানীয় থানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন ১২ জন নেতা-কর্মী।

ওই মামলায় মঙ্গলবার আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান ১০ জন নেতা- কর্মী। যার মধ্যে রয়েছেন,কোটচাঁদপুর পৌরসভার কাউন্সিলর আবু হানিফ,ভবানিপুরের সাফদার হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান,গুড়পাড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রহিম বিশ্বাসের ছেল মনিরুজ্জামান,বহিরগাছি গ্রামের মৃত মুনসুর মন্ডলের ছেলে তোয়াছ উদ্দিন,বলাবড়িয়া গ্রামের মৃত আতর আলীর ছেলে ইদ্রিস আলী খান,গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মোয়াজ্জেম হোসেন (৫৫), পৌর এলাকার ভবানিপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে অসিম হোসেন (৪০),উপজেলার বলাবাড়িয়া গ্রামের শাহাদাৎ কাজীর ছেলে হাদিউজ্জামান (৪০),গুড়পাড়ার রেজাউল হকের ছেলে রিপন উদ্দিন(৩৪),শিশির কুন্ডু গ্রামের মৃত নুরুল আমীন মুন্সির ছেলে গোলাম মোস্তফা ফারুক (৪২), হরিণদীয়া গ্রামের আব্দুল ফরিদ হোসেনের ছেলে ইউপি সদস্য আবুল হোসেন (৪০)।

এদিকে নেতা-কর্মীদের জামিনের খবরে জেল গেটে জড়ো হন কোটচাঁদপুর বিএনপির নেতা-কর্মীরা। এরপর জেল থেকে বের হওয়ার পর তাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেন তারা।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল বলেন, বোমা ও ককটেল উদ্ধার মামলায় মঙ্গলবার ঝিনাইদহ জেলা দায়রা জজ কোটচাঁদপুর আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান ১০ জন নেতা-কর্মী। তবে কাগজ পত্রের কারনে বুধবার সকালে জেল থেকে বাড়ি ফিরেছেন তারা।